International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-VI, November 2020, Page No. 35-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

কবি সমর সেনের 'চার অধ্যায়' কবিতা

দিলীপ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি

Abstract:

One of the prominent poet's of forties was Samar Sen. He was Journalist by profession. All the poem's he wrote in his short-lived poetic life, written in prose verse, paint a picture of the deep frustration and paint of middle-class life. In the poem 'CHAR ADHAY' the picture of darkness and fatigue of that middle class life has become clear.

Key words: prose verse, frustration , fatigue, middle-class, darkness

কবি সমর সেনের জন্ম ১৯১৬ সালে, মৃত্যু ১৯৮৭। কবির সুদীর্ঘ ৭১বছরের জীবনে সাংবাদিকতা ছিল একটি বিশিষ্ট অধ্যায় জুড়ে ।তার কবিতা লেখার সময়কাল খুবই কম। এই স্বল্পস্থায়ী কবি জীবনে তার অধিকাংশ কবিতাই গদ্য ছন্দে রচিত ।তার কবিতায় ফুটে উঠেছে -নাগরিক জীবনের হতাশা, মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি ,আশা-আকাঙ্ক্ষা ,নিরাশা ও বেদনার ছবি। ড: বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় তার সম্পর্কে বলেছেন-"চল্লিশের কবিদের মধ্যে বহু উচ্চারিত একটি নাম: সমর সেন। তাঁর রচনায় অভিজ্ঞতা ও আবেগের অকপটতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বর্তমান যুগের হতাশা ,ক্লান্তি ,অবসাদ ও আর্তি তার কবিতায় বিস্ময়কর ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।"[১] জীবনের দৈন্য, কুশ্রী রূপের কথা তাঁর কবিতায় বারেবারে উঠে এসেছে । আসলে নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে সেই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিরাশা ও বেদনার রূপকে কবি তার কবিতায় জীবন্ত করে তুলেছেন ।বুদ্ধদেব বসু তার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন – "পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা কিছু অনুদার ও অসুভ ,কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে নিজের মধ্যে যত গ্লানি ও বিরোধ তার বিরুদ্ধে; ধর্মের ,সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ।"[২] আসলে সমর সেন নিজের যুগকে অস্বীকার করেননি।এবং এই যুগের যন্ত্রণা যেমন তার কবিতায় ফুটে উঠেছে তেমনি অস্থির যুগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথও খুঁজছেন তিনি। বর্তমানে আমরা কবির 'চার অধ্যায়' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে কবিতাটির মধ্যে যুগের যন্ত্রণার ছবি কিভাবে ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবো ।

'চার অধ্যায়' কবিতাটিকে কবি চার ভাগে ভাগ করেছেন প্রথমভাগে শুরু করেছেন এইভাবে-

"আমার চোখে ঘুম নেই;
যখনই ক্লান্ত চোখ বুজি
চারিদিকে ঘেরে দীর্ঘ ছন্দে
সুদীর্ঘ অন্ধকার ।

আমার চোখে ঘুম নেই ,
স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।"[৩]

লক্ষণীয় কবি বলেছেন তার চোখে ঘুম নেই। ক্লান্ত চোখ যখন বন্ধ হয় তখন তার চারিদিকে ঘিরে ফেলে দীর্ঘ ছন্দ আর সেটি হল- সুদীর্ঘ অন্ধকার। পরের লাইনেই বলছেন আমার চোখে ঘুম নেই- স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন। আসলে কবি এইভাবে অকপটে পাঠককে প্রত্যক্ষ করায় নিজের যুগের সঙ্গে ।কোথাও পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কবি কি বলতে চাইছেন। চারিদিকের এই পরিবেশটা সে দিন ও রাত হোক সব কিছুই তার কাছে অন্ধকার ও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ।যেখানে বাতাস অবরুদ্ধ, দেওয়ালে পড়েছে বিষন্নতার ছায়া। এই বিষণ্ণতার পরিবেশের মধ্যে কবি লিখছেন -

"আর তোমার পাশে
রাত্রি জাগরন ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস।"[৪]

কবি চারিদিকের পরিবেশে যেমন দুঃস্বপ্ন ও অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করছেন তেমনি প্রেমের মধ্যেও দেখছেন ক্লান্তি দীর্ঘশ্বাসের ছবি ।প্রেমিকার সঙ্গে রাত্রিযাপন যেখানে আনন্দঘন মুহূর্ত না হয়ে, হয়ে ওঠেছে ক্লান্তি আর দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ ।তাই কবি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন না। বারেবারে চমকে চমকে ওঠেন ।কারণ কবির মনে শান্তি নেই ,চোখে ঘুম নেই। প্রেমের এই নিঃসঙ্গতাকে তিনি আরও গভীর করেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে- ফাঁকা মাঠের নিস্তব্ধতা, গভীর রাত্রি এবং নীড় হারা পাখির নিঃসঙ্গ ব্যবহার এর মধ্য দিয়ে

"মাঝ রাতে ঘুমের মতো তোমার কাল চুল
আমার মুখের উপর নামল :
"সেই চুল ,সেই গভীর চোখে, নরম শরীরে
সেই পুরনো মরুভূমির ব্যাকুলতা :"[৫]

এক প্রেমহীন ,সঙ্গীহীন গভীর অন্ধকারময় নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি যা কিনা মরুভূমির মতো শুষ্ক কঠিন। কবিতায় তৃতীয় অধ্যায় শুরু হচ্ছে এইভাবে :

"অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙ্গে কে যেন বলল:
জানো ,কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে"[৬]
এর পরের লাইনটি আরো মারাত্মক ,
"অন্ধকারে দিঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো"[৭]

লক্ষনীয় - বর্তমান যুগের প্রেমের যে অসারতা, তাকে বর্ণনা করেছেন -অন্ধকারের দিঘিতে পাথরের মতো এই শব্দ বন্ধে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রেমের এই অসাড়তা আরও প্রকট হয়েছে এইভাবে-

"একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে
কতদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে।"[৮]

প্রেমহীন শরীর সবস্ব এই যে আলিঙ্গন যা কবি তুলনা করেছেন স্যাকারিন এর মত মিষ্টি বলে আর লিখছেন

"স্যাকারিন এর মত মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম !"[৯]

নাগরিক জীবনের প্রেমের এই নগ্নরূপ কবিকে ব্যথিত করেছে। আজকের সমাজে নারীর সৌন্দর্য, তার লাবণ্য পরিণত হয়েছে পণ্যে যাকে কবি বলেছেন -

"মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস বলে।"[১০]

এই ঘুনধরা সমাজের নগ্নরূপ তার পারিপার্শ্বিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে এইভাবে-

"কিন্তু সাইকেলে ফেরা কেরানির ক্লান্তিতে
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাটায় মন্থর মুহূর্ত গুলি মরে ;
ডাস্টবিনের সামনে
মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে ।"[১১]

এখানে সাইকেল ফেরা কেরানির ক্লান্তি, ঘড়ির কাটায় মন্থর মুহূর্ত, ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কবি যেন চারিদিকের ফাঁপা নাগরিক সভ্যতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পুরো কবিতাটি জুড়ে কবির একাকীত্বতা, প্রেমের সর্বস্বতা মধ্যবিত্তের বিকৃত বিলাস, সমাজজীবনের নগ্নরূপ ,ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের যন্ত্রণাময় বীভৎস রূপ চিত্রনের মাধ্যমে কবি সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনের যুগ যন্ত্রণাকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এককথায় অনবদ্য। তবে পরিশেষে একথা বলা চলে পুরো কবিতাটির চারটি অধ্যায়ে জুড়ে হতাশার চিত্র বেশি থাকলেও মাঝে মাঝে দু একটি শব্দ ও বাক্যে কোথাও যেন একটা আশায় বসে - কবি - চতুর্থ অধ্যায়ের একেবারে শেষের দিকে লিখছেন -

"এখানে কি কোনদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত
আর কোনদিনও কি মুছে যাবে
স্যাকারিন এর মত মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম।"[১২]

আসলে কবিরা তো আশাবাদী ।যুগের যন্ত্রণা তাদেরকে দগ্ধ করে সেই রূপ তাদের হৃদয়ের জারক রসে জাড়িত হয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সমর সেন তার ব্যতিক্রম নন, তাই চার অধ্যায় কবিতায় প্রায় পুরো অংশ জুড়ে যুগের যন্ত্রণা ,প্রেমের অসারতা, সমাজজীবনের নগ্নরূপ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি কোথায় যেন একটা আলোর আশায় কবি পথ চেয়ে রয়েছেন ।এখানেই চার অধ্যায় কবিতাটির অনন্যতা।

সূত্র নির্দেশ

১. বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, প্রকাশ ভবন, সপ্তম সংস্করন-২০০৯, কোলকাতা, পৃ-৩৭৬
২. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করন, ১৯৯৭, পৃ-৫৮
৩. সমর সেন, চার অধ্যায়, www.milansagar.com
৪. তদেব
৫. তদেব
৬. তদেব
৭. তদেব
৮. সমর সেন, চার অধ্যায়, www.milansagar.com
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. তদেব